দৈনিক সংবাদ
৬৩
তারিখ 03 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

স্কুলশিক্ষা: কিছু অনুভূতি

তানভীর মোকাম্মেল

প্রবাদ আছে একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সে জাতির লাইব্রেরীগুলো ধ্বংস করে দাও। মৌলবাদীরা কথাটা জানে। যে কারণেই একদিন তারা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। তবে ওই প্রবাদটা একটু ঘুরিয়েও বলা যায়। তা হচ্ছে একটা জাতিকে মৌলবাদের পথে আনতে হলে তার লাইব্রেরীর বইগুলো পাল্টে দাও। মৌলবাদীরা আজ ঠিক সেটাই করছে।

ঢাকার এক দৈনিকে এক ছাত্র চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, গত বাংলা নববর্ষে একটি সংগঠন দেশজুড়ে সাধারণ জ্ঞানের এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এই সাধারণ জ্ঞানের আয়োজন ছিল, কিন্তু প্রশ্নমালার ৪৫টি প্রশ্নের মধ্যে বাংলা নববর্ষ ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মাত্র গুটিকয়েক প্রশ্ন রেখে বাকি গোটা প্রশ্নমালাটিই ব্যবহার করা হয়েছে কোনো একটি বিশেষ মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরার জন্যে। যেমন ৩১ নং প্রশ্ন হচ্ছে– শিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? ৩৯ নং প্রশ্ন হচ্ছে, গত রমজান মাসে শিবিরের যে তিনজন কর্মী শাহাদৎ বরণ করেছে তাদের নাম কি? ভালো পুরস্কারের আশায় দেশজুড়ে প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে মৌলবাদীদের সাহিত্য ও পুস্তিকার মনোযোগী পাঠক হয়ে ওঠে। মৌলবাদী সংগঠনটি ঠিক সেটাই চেয়েছিল। প্রশ্নমালার সাথে উক্ত সংগঠনটি সবার কাছে "বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি". নামের একটি লিফলেটও বিতরণ করে। পুরস্কারের টোপ নিয়ে দেশজুড়ে কোমলমতি কিশোর-কিশোরী-দেরকে মৌলবাদের আদর্শে প্রভাবিত করার এ বড় অভিনব কৌশল। তবে শুধুমাত্র বাংলা নববর্ষেই নয়, ইসলামী ছাত্রশিবির বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষেও এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রবাদ আছে একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সে জাতির লাইব্রেরীগুলো ধ্বংস করে দাও। মৌলবাদীরা কথাটা জানে। যে কারণেই একদিন তারা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। তবে ওই প্রবাদটা একটু ঘুরিয়েও বলা যায়। তা হচ্ছে একটা জাতিকে মৌলবাদের পথে আনতে হলে তার লাইব্রেরীর বইগুলো পাল্টে দাও। মৌলবাদীরা আজ ঠিক সেটাই করছে। জামাত প্রভাবিত চট্টগ্রামের একাধিক প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি জামাতে ইসলামীর আদর্শ, উদ্দেশ্য, সংগঠন ও জামাত রাজনীতির শিক্ষাবিষয়ক বইপত্র ছাত্রছাত্রীদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। এসব স্কুলের জামাতপন্থী শিক্ষকেরা এই কাজটি করে চলেছে।

একটি দৈনিক জানাচ্ছে যে, সম্প্রতি চট্টগ্রামের সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ উপলক্ষে আয়োজিত হামদ, নাত, কেরাত ও আজান প্রতিযোগিতায় জামাত-শিবিরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত জামাত নেতাদের লিখিত বই ছাত্রদের নিতে বাধ্য করা হয়। যেসব বই পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো, জামাতের তাত্ত্বিক গুরু আবুল আলা মওদুদীর লেখা "জামাতী জীবনে আত্মশুদ্ধি", গোলাম আযমের "প্রশ্ন-উত্তরের আসর", দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর "ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান" এবং মতিউর রহমান নিজামীর দু'টি পুস্তিকা "দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব" ও "ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন"। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদের অনেকেই প্যাকেট খুলে এসব বই দেখে প্রতিবাদ করলে তাদেরকে নানা ধরনের হুমকি দেয়া হয়। জামাতপন্থী শিক্ষকেরা পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে যে, যদি ছাত্ররা এসব বই না নেয়, তাহলে তাদেরকে স্কুল থেকে বাহিষ্কার করা হবে এবং কীভাবে তারা এসএসসি পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তা দেখে নেয়া হবে।

এছাড়া ইদানীং ভর্তি গাইড নামে জামাত শিবিরের বক্তব্য সম্বলিত এক ধরনের বই এরা স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি করছে এবং কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মৌলবাদের অশুভ শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এটা বেশ পুরনো অভিযোগ যে, স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আদৌ কোনো একক কাঠামো নেই। একদিকে রয়েছে এলিট শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্যে বিজাতীয় ইংরেজি স্কুল, সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্যে সরকারি ও বেসরকারি বাংলা স্কুল এবং মাদ্রাসা। এই তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলতে চাই।

ইদানীং মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচীতে কিছু আধুনিক বিষয় পড়ানো হলেও ধর্মীয় শিক্ষা কখনোই সাধারণ শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। দু'টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাভিমুখীনতা ভিন্ন। জিয়া ও এরশাদের দুই সামরিক সরকারের আমলে দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা চোখে পড়ার মত বৃদ্ধি পেয়েছে। 'ইসলামী' পাকিস্তানী আমলেও দেশে এত মাদ্রাসা ছিল না। কিন্তু সে সময়ও কখনো এটা শোনা যায়নি যে, দেশে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো অভাব আছে। সেক্ষেত্রে দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জ্যামিতিক হারে মাদ্রাসার এই সংখ্যাবৃদ্ধি এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয়ের নিগূঢ় কারণ নিহিত রয়েছে ধর্ম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি ও ধর্মীয় শিক্ষাকে সুকৌশলে রাজনীতিতে ব্যবহার করার বিগত দুই সামরিক সরকারের অপপ্রয়াসের মাঝে। এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল এই যে পাঁচ ধরনের মাদ্রাসা দেশে রয়েছে তার বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিরিশ লাখ।

এটা ঠিক যে, সমাজে হাফেজ, আলেম বা ক্বারীর একটা চাহিদা রয়েছে। তবে সে চাহিদা সুনির্দিষ্ট ও সীমিত। এই তিরিশ লাখ মাদ্রাসা ছাত্রের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ কোথায়? এত সংখ্যক মসজিদের ইমামতি বা মাদ্রাসার শিক্ষকতার চাকরি কি দেশে রয়েছে? যাঁরা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন, তারা এ ব্যাপারে কি বলেন? তাছাড়া, এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে উৎপাদনমুখী জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত শিক্ষাই বা মাদ্রাসার ছাত্ররা কতখানি পাচ্ছেন? এইসব অসহায় ছাত্রের অবস্থা কি সেই ডোডো পাখীদের মত হতে যাচ্ছে না যুগের আবহাওয়া পাল্টে যেয়ে যাদের অস্তিত্বই একদিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল?

আমাদের দেশে গ্রাম প্রতি রয়েছে একটি বা বড়জোর দু'টি মসজিদ। বাকি মৌলভীরা কোথায় যাবেন? কর্মসংস্থানের বিকল্প কী সুযোগ রয়েছে? আমার আশংকা মাদ্রাসার এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রের সামনে আগামীতে থাকছে শুধুই বেকারত্বের এক ভয়াবহ শূন্যতা ও উঞ্ছবৃত্তির লাঞ্ছনা। এতে তাদের হতাশা বাড়বে, বাড়বে প্রগতির বিরুদ্ধে ঘৃণা, সমাজে সৃষ্টি হবে অস্থিরতা।

আর তাছাড়া, মাদ্রাসার ধর্মীয় পাঠ্যসূচী এক উন্নততর নৈতিক শিক্ষা দিচ্ছে এ কথাটিও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কারণ মাদ্রাসার ছাত্ররা নৈতিকতার কোনো উন্নত শিক্ষা পাচ্ছে তার কোনো প্রমাণ বাস্তবে মিলছে না। বরং মাদ্রাসার দাখিল-কামিল ইত্যাদি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে যেভাবে বস্তা বস্তা নকল উদ্ধারের ঘটনা পত্রিকায় পড়ি, তখন বোঝা যায়, পাঠ্যসূচী ধর্মীয় হলেও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সাধারণ স্কুলের চেয়ে মাদ্রাসার মান উন্নত কিছু নয়। আর আরো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। এ কেমন শিক্ষাব্যবস্থা যে সহপাঠীর সঙ্গে সামান্য তর্কাতর্কির ফলে রাতের বেলা তার গলায় ছুরি চালাতেও একজন ছাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয় না! বস্তুত গোটা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর মৌলবাদীদের যে অশুভ কালো মেঘ আজ ডানা বিস্তার করে রয়েছে তা' অনেককেই আতঙ্কিত করছে।

উনিশ শতকে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় একদিন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের চেতনাজগতে ঘটে যায় এক অপূরণীয় ক্ষতি এবং পরে তার জন্যে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্য এ সমাজকে দিতে হয়েছে। যুগ অনুপযোগী মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে আমরা কি সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি?

এটা শুধুমাত্র একটা আপ্তবাক্য নয়– শিক্ষা যথার্থই একটা জাতির মেরুদণ্ড; তাই একটি সুচিন্তিত, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারবে না। আজ খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে স্কুল পর্যায়ে বিভিন্ন ধারা ও মানের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে কুদরত-এ-খুদার রিপোর্টটি অনুযায়ী একটা যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন।

বস্তুত আমাদের স্কুলগুলোতে এদেশের লাখ লাখ শিশু-কিশোর-কিশোরী কি শিখছে? কতটা শিখছে? কি কি শিখছে না? বাংলাদেশের আগামী দিনের যা নির্ধারক সেই স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ে কেউই তেমন ভাবছেন বলে মনে হয় না। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে যে স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে যেসব গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পড়ানো হয় তার মান খুবই দুর্বল ও তা' মোটেই যুগোপযোগী নয়। অভিযোগ রয়েছে যে, এসব রচনার অনেকগুলোই একদেশদর্শী ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজাত। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো পাকিস্তানী আমলের চাইতেও সাম্প্রদায়িক।

অবশ্য স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যসূচীর ব্যাপারে সম্প্রতি একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এডিবির অর্থানুকূল্যে প্রায় দুইশ' পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্যে একটা নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে যা ১৯৯৬-র জানুয়ারি থেকে চালু হতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ১২০ জন লেখককেও নির্বাচন করা হয়েছে। শোনা যায় নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে বৃটেন, ভারত ও মালয়েশিয়ার পাঠ্যসূচী পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এটি ইতিবাচক ঘটনা। তবে আবার ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে যে এই নতুন পাঠ্যসূচীটি আকারে ও আয়তনে বর্তমান পাঠ্যসূচীটির প্রায় চারগুণ। ফলে স্কুলগুলোতে তা' পূর্ণভাবে শেখানো সম্ভব হবে কি-না এ নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এটা দুঃখজনক যে, আমাদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার যে একটা মূল বিষয়– মানবসম্পদ উন্নয়ন, এবং তার প্রাথমিক ভিত্তিটাই যে হচ্ছে আজকের স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা, যারা আগামীতে হবে বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ বা অর্থনীতিবিদ, এ কথাটি আমরা যেন প্রায়ই ভুলে থাকি! অন্যথায় স্কুলের বাচ্চারা কী পড়ছে, বা আরো সঠিক বললে, কী তাদের পড়ানো হচ্ছে সে ব্যাপারে আমরা আরো সচেতন থাকতাম। যখন মৌলবাদীদের অশুভ ছায়া দেশের গোটা শিক্ষাজীবনকেই আচ্ছন্ন করার পথে, এবং যখন কবির ভাষায়, অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, তখন এই সচেতনতা কাম্য আরো অনেক বেশি করে।